বাংলাদেশের বিদ্যমান বাস্তবতার আলোকে

The Forest Industries Development Corporation Ordinance, 1959

সংশোধন করতঃ নতুন আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণকল্পে আনীত

বিল

যেহেতু বাংলাদেশের বনাঞ্চলে অমূল্য বনজ সম্পদ ও বিশাল অব্যবহৃত পাহাড়ী অঞ্চল রহিয়াছে। বনাঞ্চলের পরিপক্ক বনজ সম্পদ আহরণ এর মাধ্যমে সংগৃহীত কাঠ ট্রিটমেন্ট ও সিজনিং করিয়া গুণগতমান ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করতঃ বাণিজ্যিকভাবে কাঠজাত পণ্য উৎপাদন এবং বনজ গাছ মুক্ত ক্ষয়প্রাপ্ত পাহাড়, টিলা, উচুঁভূমিতে সফল, টেকসই ও বাণিজ্যিকভাবে রাবার বাগান সৃজনপূর্বক মাটির ক্ষয়রোধ, কার্বন শোষণের মাধ্যমে বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাস, ভূমি দস্যুদের হাত হইতে ভূমি দখলরোধ, পাহাড়ী ও প্রত্যন্ত গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা রহিয়াছে ;

যেহেতু, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের বিদ্যমান অর্ডিন্যাস টি ১৯৫৯ সনের অর্থাৎ পাকিস্তান আমলের। যেহেতু ১৯৬২ সনে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাবার চাষ কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত হয় এবং সার্বিক বিষয়টি বিদ্যমান অর্ডিন্যান্সে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। বাংলাদেশের বিদ্যমান বাস্তবতার আলোকে বনজ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার, রাবার চাষ ও বিপণন, রাবার ও অন্যান্য কাঠের টেকসই বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং রাবার বাগান সৃজন করার লক্ষ্যে সময়োপযোগী একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা জরুরী ;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

ক্রঃ নং	শিরোনাম	বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন/ ২০১৬
(১)	(২)	(৩)
০১।	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যপ্তি ও প্রবর্তন	**প্রথম অধ্যায় ঃ** **প্রারম্ভিক** ১। (১) সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ঃ এই আইন বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে। (২) ইহার ব্যাপ্তি হইবে সমগ্র বাংলাদেশ। (৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।
০২।	অধিব্যাখ্যা	২। (১) বিষয়বস্তু বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী অন্য কিছু না থাকিলে এই আইনে- (২) 'কর্পোরেশন' অর্থ 'বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন' কে বুঝাইবে, (৩) 'পর্ষদ' অর্থ কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদকে বুঝাইবে; (৪) 'নির্দিষ্ট' অর্থ বলিতে এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি ও প্রবিধানমালা দ্বারা নির্দিষ্ট বুঝাইবে ; এবং (৫) 'তফসিল' অর্থ এই আইনের পরিশিষ্টের তফসিল কে বুঝাইবে।
০৩।	প্রতিষ্ঠা ও একীভূতকরণ	৩। (১) এই আইন জারির পরও ১৯৭২ সনে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-৪৮ মূলে সংশোধিত নাম বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন অপরিবর্তিত থাকিবে। (২) কর্পোরেশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে; ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে; এবং উক্ত নামে ইহা মামলা করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা করা যাইবে।
০৪।	শেয়ার মূলধন	৪। (১) কর্পোরেশনের অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ যথাসময়ে সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করা হইবে এবং সে মোতাবেক বিভক্ত হইয়া প্রতিটি শেয়ারের মূল্য নির্ধারিত হইবে। (২) শেয়ার মূলধন এবং শেয়ার বাজারে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সরকার যখন যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। (৩) উপধারা (১)-এ ভিন্ন কোনো কিছু না থাকিলে অনুমোদিত শেয়ার মূলধন বৃদ্ধিতে সরকারের পূর্ববর্তী মঞ্জুরি সাপেক্ষে যেরূপ সমীচীন বলিয়া গণ্য হইবে কর্পোরেশন সেইরূপে কার্য করিবে।

(১)	(২)	(৩)
০৫।	ব্যবস্থাপনা	৫। (১) কর্পোরেশনের সাধারণ পরিচালন ও প্রশাসন এবং ইহার সার্বিক কার্যক্রম একটি পর্ষদের অধীনে ন্যস্ত থাকিবে। কর্পোরেশনের স্বার্থে যেরূপ প্রয়োজন অনুভূত হইবে পর্ষদ সেইরূপ সকল কার্যক্রম পরিচালনা এবং যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে। (২) পর্ষদ বাণিজ্যিক বিষয়াদি বিবেচনায় ইহার কার্যক্রম পরিচালনা করিবে এবং জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (বাণিজ্য ও শিল্প সংক্রান্ত স্বার্থসহ) নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে জাতীয় স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে কিনা তাহা বিচার করিবার ইহাই একমাত্র অধিকারী-কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা দ্বারা পরিচালিত হইবে। (৩) পর্ষদ উপরি-উক্ত নির্দেশনাসমূহের কোনোটি প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে সরকার চেয়ারম্যানসহ পরিচালকবৃন্দকে অপসারণ করিতে পারিবে এবং এই আইনের ০৬ ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, ঐ ধারার প্রবিধান অনুযায়ী নতুন পরিচালনা পর্ষদ নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে পরিচালনা পর্ষদের সদস্য নিয়োগ করিতে পারিবে।
০৬।	নিয়োগ ও পরিচলকগণের মেয়াদ	৬। (১) সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত এক জন চেয়ারম্যান ও তিনজন পরিচালক সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠিত হইবে। (২) প্রত্যেক পরিচালক- (ক) কর্পোরেশনের সার্বক্ষণিক বা পূর্ণকালীন কর্মকর্তা হইবেন; (খ) পর্ষদের নিয়ন্ত্রণ ও দায়িত্বভার অনুসারে দায়িত্ব পালন করিবেন; (গ) পরিচালক হিসাবে অফিসের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে ১৪ ধারার ২ উপবিধির অধীনে কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থায়নকৃত কোম্পানি ছাড়া অন্য যেকোনো কর্পোরেশন, কোম্পানি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তাঁহার অধিকারে থাকা পরিচালক পদ এবং অন্য সকল দায়িত্ব হইতে স্বয়ং অব্যাহতি নিবেন। (ঘ) সরকার কর্তৃক চেয়ারম্যান ও বোর্ড সদস্যদের অপসারণ না করা পর্যন্ত চেয়ারম্যান ও বোর্ড সদস্যগণ তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করিবেন। (ঙ) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত বেতন ও ভাতা গ্রহণ করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় জনস্বার্থে প্রয়োজন বিবেচনা করিলে বিশেষ আদেশের মাধ্যমে পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত কিংবা নিযুক্ত হইতে চলিয়াছেন এইরূপ যেকোনো ব্যক্তিকে এই উপ-অনুচ্ছেদের (ক) ও (গ) ধারাসমূহ প্রয়োগের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।
০৭।	চেয়ারম্যান	৭। (১) সরকার পর্ষদের চেয়ারম্যান হইবার জন্য যেকোন একজন পরিচালককে নিয়োগ প্রদান করিবে। (২) চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে সরকার এক জন পরিচালককে তাঁহার দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিতে পারিবে এবং সরকার প্রয়োজন মনে করিলে পরিচালক এর দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনের আদেশ দিতে পারিবে।
০৮।	পরিচালকের অযোগ্যতা	৮। (১) পরিচালক পদ হারাইবেন- (ক) যদি তিনি কোনো অপরাধের জন্য আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত কিংবা বিভাগীয় মামলায় গুরুদন্ডে দন্ডিত হন; (খ) যে কোনো সময় অস্বচ্ছল প্রমাণিত বা সাব্যস্ত হন; (গ) উন্মাদ অথবা অপ্রকৃতস্থ হন (ঘ) নাবালক হন। (২) কোনো পরিচালক চেয়ারম্যানের নিকট হইতে অথবা চেয়ারম্যান সরকারের নিকট হইতে অনুমোদিত ছুটি ব্যতীত পর্ষদের পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে তাঁহার পদে থাকিতে পারিবেন না।
০৯।	কর্মকর্তা ইত্যাদি নিয়োগ	৯। কর্পোরেশন দক্ষতার সহিত উহার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজন বিবেচনা করিলে বিধিবদ্ধ শর্তাদি অনুসারে কর্মকর্তা, উপদেষ্টা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(১)	(২)	(৩)
১০।	বোর্ডের সভা	১০। (১) পর্ষদের সভা বিধি-নির্দেশনা অনুসারে নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, বিধি জারি না হওয়া পর্যন্ত পর্ষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক উক্ত সভাসমূহ আহ্বান করা যাইবে। (২) দুইজন পরিচালকের উপস্থিতিতে পর্ষদের সভার কোরাম গঠিত হইবে। (৩) চেয়ারম্যানসহ প্রত্যেক পরিচালকের একটি করিয়া ভোট থাকিবে। পক্ষে ও বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে। (৪) কোনো কারণে চেয়ারম্যান সভায় উপস্থিত হইতে না পারিলে বা সক্ষম না হইলে লিখিতভাবে অনুমোদিত একজন জ্যেষ্ঠ পরিচালক উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। এইরূপ ক্ষমতার ব্যর্থতায়,সভার সভাপতিত্ব করিবার জন্য পরিচালকগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচন করিবেন।
১১।	প্রধান কার্যালয়	১১। কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হইবে।
১২।	জমা হিসাব	১২। কর্পোরেশন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তফসিলি ব্যাংকে পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে হিসাব খুলিতে পারিবে।
১৩।	বিনিয়োগ তহবিল	১৩। কর্পোরেশন পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উহার তহবিল বিনিয়োগ করিতে পারিবে।
১৪।	কর্পোরেশন যে ব্যবসায় লেনদেন করিবে	১৪। (১) এই আইনের তফসিলে বর্ণিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হইবে। (২) সংশ্লিষ্ট শিল্পপণ্য বা সামগ্রী উৎপাদনের অঙ্গীকার হিসাবে একটি ইউনিট হইতে অন্য ইউনিটকে পৃথক করিতে পারিবে। (৩) (ক) সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানী আইন অনুসরণ বলবৎ থাকিবে। (খ) শেয়ার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।
১৫।	নিরীক্ষা	১৫। সরকার কোম্পানি আইন ১৯১৩ এর ১৪৪ ধারা অনুসারে একজন সনদধারী নিরীক্ষক নিয়োগ করিবে এবং কর্পোরেশন কর্তৃক উক্ত আইন অনুসারে যেরূপ সম্মানী নির্ধারিত হইবে কর্পোরেশন তাঁহাকে সেইরূপ সম্মানী প্রদান করিবে।
১৬।	হিসাব	১৬। কর্পোরেশন নিরীক্ষিত হিসাব-বিবরণী প্রত্যেক অর্থবৎসর সমাপ্তিতে যত দ্রুত সম্ভব সরকারের নিকট পেশ করিবে।
১৭।	বার্ষিক প্রতিবেদন	১৭। প্রত্যেক অর্থবৎসর সমাপ্তিতে কর্পোরেশন যত দ্রুত সম্ভব উক্ত বৎসরের প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং পরবর্তী অর্থবৎসর নিশ্চিতকরণে উহার প্রস্তাব পেশ করিবে।
১৮।	সরকারের বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা	১৮। সরকার এই আইনের অথবা বিধির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ এইরূপ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং পরবর্তী ধারার অধীনে ইতোপূর্বে প্রণীত প্রবিধান/সংশোধনী বলবৎ থাকিবে।
১৯।	বোর্ডে প্রবিধানমালা প্রণয়নের ক্ষমতা	(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পর্ষদ এই আইন বা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ অত্যাবশ্যক সকল বিষয়ের জন্য অথবা আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে। (২) এই আইন প্রণয়নের পূর্বেই বিদ্যমান অর্ডিন্যান্সের (১৯৫৯) এর আলোকে প্রবিধানমালা ১৯৮৯ প্রণয়ন করা হইয়াছে এবং সময়ের প্রয়োজনে সংশোধিত খসড়া প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হইয়াছে যাহা এই বিধির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।
২০।	তফসিল সংশোধন ক্ষমতা	২০। সময়ে সময়ে সরকার আইন/সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপনের দ্বারা কোনো শিল্প অথবা উহার বিবরণ সংযোজন বিয়োজন করিবার বিষয়ে এই আইনের তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।
২১।	১৯৫৯ সনের ৬৭ নং পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ রহিতকরণ	২১। (১) পূর্ব পাকিস্তান বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ এতদ্বারা রহিত হইল। ২। এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে রহিত অর্ডিন্যান্স এর অধীনে কোন বিষয় নিষ্পন্নাধীন থাকিলে উহা যতদূর সম্ভব এই আইন অনুসারে নিষ্পত্তি করা হইবে এবং উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে, তবে উক্ত নিষ্পন্নাধীণ বিষয় এই আইন অনুসারে নিষ্পত্তিতে অসুবিধা দেখা দিলে বোর্ড আদেশ দ্বারা অনুসরণীয় পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে। এই আইন প্রয়োগ বা অনুসরণে কোন অসুবিধা দেখা দেয়, সে ক্ষেত্রে বোর্ড সরকারের কোন সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ সাপেক্ষে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত বিষয়ে প্রযোজ্য বা অনুসরণীয় পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(১)	(৩)
	তফসিল (ধারা ১৪ দ্রষ্টব্য) ১. বনজাত দ্রব্য আহরণ ২. আসবাবপত্র/কম্পোজিট আসবাবপত্র তৈরী কারখানা ৩. রাবার কাঠ/কাঠ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ৪. কাঠ সিজনিং প্লান্ট ৫. ভিনিয়ার বোর্ড প্লান্ট ৬. উড পার্টিক্যাল বোর্ড প্লান্ট ৭. প্লাই উড ৮. করাতকল ৯. ফরওয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ফার্নিচার কারখানা ১০. বক্স উড/কার্টন কারখানা ১১. আন্তর্জাতিক মানের আসবাবপত্র তৈরীর নিমিত্ত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১২. রাবার চাষ, উৎপাদন ও বিপণন ১৩. আধুনিক মানের রাবার শিল্প স্থাপন ১৪. রাবার কষ দ্বারা গাম উৎপাদন কারখানা ১৫. রাবার সেক্টরে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র

২৫/৯/২৩
(মোঃ আলাউদ্দিন)
উপ-ব্যবস্থাপক(আইন)
বশিউক,সদর দপ্তর,ঢাকা

২৫/৯/২০২৩
(মোঃ ফারুক হোসেন)
ব্যবস্থাপক (পার্সোন্যাল)
বশিউক,সদর দপ্তর,ঢাকা

২৫/৯/২৩
(মোঃ গিয়াস উদ্দিন মোগল)
উপ-সচিব
প্রেষণে-সচিব,বিএফআইডিসি
বশিউক,সদর দপ্তর,ঢাকা

২৫/৯/২৩
(মোঃ ইছা ফরাজী)
উপ-সচিব
প্রেষণে-মহাব্যবস্থাপক(উৎপাদন ও বিক্রয়)
বশিউক,সদর দপ্তর,ঢাকা

(নেপুর আহমেদ) ২৫/৯/২৩
যুগ্ম-সচিব
প্রেষণে-পরিচালক (অর্থ)
বশিউক,সদর দপ্তর,ঢাকা